ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

"দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া ট্র্যাকিং" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: সুশাসন ও শুদ্ধাচার গণতন্ত্রের অন্যতম পূর্বশর্ত, যার অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। এ ধরনের নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা - নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত থাকলেও অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ, যাদের মধ্যে রয়েছে প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ, ক্ষমতাসীন দল/ জোট, বিরোধী রাজনৈতিক দল/ জোট, প্রার্থী, নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম, নির্বাচন পর্যবেক্ষক, ভোটার ও ভোটের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা। সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ গঠিত হয় বলে নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর টিআইবির পূর্ববর্তী গবেষণার ধারাবাহিকতায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের অংশগ্রহণ, সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকা, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নির্বাচনী আইন ও আচরণবিধি প্রতিপালনসহ সার্বিকভাবে নির্বাচনের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং সে উদ্দেশ্যে বর্তমান গবেষণাটি করা হয়েছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া কতটুকু অবাধ, স্বচ্ছ, সকলের জন্য নিরপেক্ষ ও সম প্রতিযোগিতামূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ তা ট্র্যাকিং করা এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো অবাধ, স্বচ্ছ, সকলের জন্য নিরপেক্ষ ও সম প্রতিযোগিতামূলক, অংশগ্রহণমূলক এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন এবং নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিতে প্রধান অংশীজনদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা। পাশাপাশি নির্বাচনের বিভিন্ন পর্যায়ে নির্বাচনী আইন ও আচরণবিধি প্রতিপালন পর্যালোচনা এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণা ব্যয়ের বিশ্লেষণ করা।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কী?

উত্তর: এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির গবেষণা; গুণগত ও সংখ্যাগত উভয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের জন্য গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সংসদীয় আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থী ও তাদের নির্বাচনী কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ পর্যালোচনা এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের পাশাপাশি মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (সংশ্লিষ্ট প্রার্থী, দলীয় নেতা-কর্মী, রিটার্নিং কর্মকর্তা, কমিশনের কর্মকর্তা, ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা, নির্বাচনী ট্রাইবুনালের কর্মকর্তা, স্থানীয় সাংবাদিক, ভোটার, দেশী-বিদেশী পর্যবেক্ষক) এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি থেকে নির্বাচন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা জরিপ পরিচালিত হয়েছে। অপরদিকে,পরোক্ষ তথ্যের উৎসের জন্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি, গবেষণা প্রতিবেদন, ওয়েবসাইট ও সংবাদ-মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ পর্যালোচনা, সংবাদমাধ্যম পর্যবেক্ষণ এবং টেলিভিশনের প্রাইম নিউজ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া, গবেষণা এলাকা নির্ধারণ ও নমুনায়নের জন্য দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৫০টি নির্বাচনী আসন নির্বাচন করা হয়েছে এবং প্রত্যেক আসনে প্রধান তিন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নিকট থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার সময়কাল কী?

উত্তর: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং নির্বাচন পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করার জন্য এই গবেষণায় জুন ২০২৩ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সার্বিকভাবে, তফসিল ঘোষণার পূর্ব থেকে শুরু করে ২২ মে ২০২৪ পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিশ্লেষণ ও এই চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গবেষণার প্রাথমিক প্রতিবেদন ১৭ জানুয়ারি ২০২৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: এ গবেষণাকে কি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ বলা যায়? এ গবেষণার সাথে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের পার্থক্য কী?

উত্তর: এ গবেষণাকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ বলা যাবে না কারণ এ গবেষণায় নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থার মতো শুধুমাত্র নির্বাচনের দিন বিভিন্ন আসনের বিভিন্ন কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে ভোট প্রদান ও গ্রহণের তথ্য সংগ্রহ করা হয় নি, বরং নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে থেকেই সুনির্দিষ্ট সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে সারা দেশ থেকে ৫০টি আসন দৈবচয়নের মাধ্যমে বাছাই করা হয়েছে, এবং সে সকল আসন থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় পদ্ধতিতে প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এ গবেষণায় পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের ভূমিকার ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়ার তিনটি পর্যায়ে যথা নির্বাচন-পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ (নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল/ জোট ও অন্যান্য অংশীজনের নির্বাচন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড), নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত রাজনৈতিক দল, প্রার্থী ও অন্যান্য অংশীজনের আচরণ সংক্রান্ত তথ্য

সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং নির্বাচন পরবর্তী সময় (নির্বাচন-পরবর্তী নিরাপত্তা, নির্বাচনী অভিযোগ দায়ের ও তদন্ত ও নির্বাচনী মামলার প্রক্রিয়া) বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এ গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে পরিমাণগত গবেষণার বিভিন্নপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বিশেষ করে বিভিন্নসূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন স্তর ও পর্যায়ে ক্রস চেকসহ সম্ভাব্য সকল সূত্রসমূহ থেকে যাচাই বাছাই করা হয়েছে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে একাধিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: গবেষণায় কী কী বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: এ গবেষণায় যেসব বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে তা হচ্ছে নির্বাচন-পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ (নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল/জোট ও অন্যান্য অংশীজনের নির্বাচনসংক্রান্ত কর্মকাণ্ড), নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের দিন পর্যন্ত রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের আচরণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং নির্বাচন পরবর্তী সময় (নির্বাচন-পরবর্তী নিরাপত্তা, নির্বাচনী অভিযোগ দায়ের ও তদন্ত ও নির্বাচনী মামলার প্রক্রিয়া, নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী) বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ ও মন্তব্য কী কী?

উত্তর: সার্বিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিসহ সার্বিক অভিজ্ঞতা বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ভবিষ্যতের জন্য অশনি সংকেত; গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনা ও স্বপ্নের সাথে সাংঘর্ষিক। এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে অস্বস্তি ও বিব্রতকর। নির্বাচিনকালীন সরকার ইস্যুতে দুই বড় দলের বিপরীতমুখী ও অনড় অবস্থানের কারণে অংশগ্রহণমূলক ও অবাধ নির্বাচন হয়নি। এবং এ বিপরীতমুখী ও অনড় অবস্থানকেন্দ্রিক এজেন্ডা বাস্তবায়নের লড়াইয়ে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জিম্মিদশা প্রকটতর হয়েছে। ক্ষমতায় অব্যাহত থাকার কৌশল বাস্তবায়নের একতরফা নির্বাচন সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হয়েছে, যার আইনগত বৈধতা নিয়ে কোনো চ্যালেঞ্জ হয়তো হবে না বা হলেও টিকবে না। তবে এ সাফল্য রাজনৈতিক শুদ্ধাচার, গণতান্ত্রিক ও নৈতিকতার মানদন্ডে চিরকাল প্রশ্নবিদ্ধ থাকবে। গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ধারণা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার অন্যতম উপাদানসমুহ, তথা অবাধ, অংশগ্রহণমূলক, নিরপেক্ষ ও সর্বোপরি সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নিশ্চিতের যে পূর্বশর্ত, তা দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে প্রতিপালিত হয়নি। নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও আইনগত সীমারেখার নামে কখনো অপারগ হয়ে, কখনো কৌশলে, একতরফা নির্বাচনের এজেন্ডা বাস্তবায়নের অন্যতম অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছে। অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা এবং প্রশাসনও অনুরূপ ভাবে একই এজেন্ডার সহায়ক ভূমিকায় ব্যবহৃত হয়েছে বা লিপ্ত থেকেছে। নির্বাচনের নামে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের দীর্ঘকাল যাবত চলমান সংস্কৃতির সাথে রাজনৈতিক আদর্শের যে কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই, তা আবারও প্রমাণিত হয়েছে। অর্থবহ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষহীন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকার দলের প্রার্থীর সাথে একই দলের 'স্বতন্ত্র' ও অন্য দলের সরকার সমর্থিত প্রার্থীদের যে পাতানো খেলা সংগঠিত হয়েছে, তাতেও ব্যাপক আচরণবিধি লঙ্ঘনসহ অসুস্থ ও সহিংস প্রতিযোগিতা হয়েছে, যার সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বের বাইরে রাজনৈতিক আদর্শ বা জনস্বার্থের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া কঠিন। মুষ্টিমেয় কতিপয় আসনে ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বব্যাপী পাতানো প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দলের অর্ন্তদ্বন্দ্বের নমুনা-ম্যাপিং হয়েছে, যার একমাত্র ইতিবাচক দিক হিসেবে অনিয়ম-দুর্নীতি-অবৈধতার যেসব তথ্য বরাবর প্রত্যাখ্যাত ছিল, তা নিজেদের অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের মাধ্যমে যথার্থতা পেয়েছে। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক অঙ্গন ও শাসনব্যবস্থার ওপর ক্ষমতাসীন দলের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ চূড়ান্ত প্রাতিষ্ঠানিকতা পেয়েছে এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতার জবাবদিহিহীন প্রয়োগের পথ আরও প্রসারিত হয়েছে। সংসদে ব্যবসায়ী আধিপত্যের মাত্রাও একচেটিয়া পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, যা রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডে ব্যাপকতর স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও নীতি-দখলের ঝুঁকি বৃদ্ধি করেছে। সরকারের টানা চতুর্থ মেয়াদের সম্ভাব্য সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে যতটুকু আগ্রহ থাকবে, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হবে শুদ্ধাচার ও নৈতিকতার মানদন্ডে সরকারের প্রতি জনআস্থা ও গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্ন ও তার প্রভাব। একই সাথে ক্রমাগত গভীরতর হবে দেশের গণতান্ত্রিক ও নির্বাচনী ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ। গণতন্ত্রকামী মানুষের বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কী করণীয় ও বর্জনীয় তার বিশ্লেষণ, বিশেষ করে গণতান্ত্রিক অবনমনের অভিজ্ঞতা এবং নির্বাচনী কৌশল ও অভিনবত্ব বিবেচনায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক টেষ্ট-কেইস হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রশ্ন ৯: এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

উত্তর: গবেষণায় উপস্থাপিত পর্যবেক্ষণসমূহ সকল রাজনৈতিক দল, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, নাগরিক সমাজ ও সংগঠন, ভোটার এবং সংবাদমাধ্যমের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। তবে, এ গবেষণা নির্বাচন আয়োজনে নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলসহ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের ভূমিকা সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান করে।

প্রশ্ন ১০: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া, জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে– মোবাইল: ০১৭১৪-০৯২৮২৩, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

****